Department of Political Science

Dumkal College

Teacher: SAMIUL MONDAL

For 5th Semester Honours Students

জন স্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ (Utilitarianism): হিতবাদের মুখ্য প্রবক্তা হলেন জেরেমি বেন্থাম। জন স্টুয়ার্ট মিল বেন্থামের এই তত্ত্বকে সংশোধন করে গ্রহণ করেছেন এবং নিজের মতো করে উপস্থাপন করেছেন। জেরেমি বেন্থাম হবস, লক, স্পিনোজা, হিউম, হার্টলে, প্রিস্টলি, হাচেসন প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর 'অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য প্রিন্সিপলস অব মরালস অ্যান্ড লেজিসলেসন' (An Introduction to the Principles of Morals and Legislation- ১৭৮৯), গ্রন্থে হিতবাদী তত্ত্ব তুলে ধরেছেন । বেন্থাম আনন্দ ও বেদনার ধারণা, সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক হিতসাধন- এর ধারণার সঙ্গে গানিতিক হিসেব যুক্ত করে তাঁর হিতবাদী নীতি তুলে ধরেছেন। উপযোগিতার নীতিকে কেন্দ্র করে বেন্থাম হিতবাদী দর্শন গড়ে তুলেছেন। উপরিউক্ত গ্রন্থে বেন্থাম উপযোগিতাবাদের সূত্র প্রসঙ্গে বলেছেন : "প্রকৃতি মানুষকে দুঃখ ও সুখ এই দুই সার্বভৌম নিয়ন্তার শাসনে রেখেছে। তারাই স্থির করে দেয় আমাদের কী করা উচিৎ এবং কী আমরা করব। .....তারা আমাদের শাসনে রাখে আমাদের সব কাজকর্মে, আমাদের সকল চিন্তায়।" তিনি আরও বলেছেন – "উপযোগিতার সূত্র বলতে বোঝায় সেই সূত্রকে যা যার স্বার্থ জড়িত তার সুখ বাড়ানর বা কমানোর প্রবনতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি কাজ অনুমোদন বা নামঞ্জুর করে, অথবা অন্যভাবে বলা যায়, যা সুখ বর্ধন করছে না তার বিরোধিতা করছে।" তিনি আরো বলেছেন – "এই সূত্র শুধু ব্যাক্তির কাজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তা প্রযোজ্য সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের ক্ষেত্রেও।"

----বেন্থামের এই দর্শনকে সংশোধন করে পরিবর্তিত সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপুর্নভাবে গড়ে তুলেছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল।

জন স্টুয়ার্ট মিল প্রথম জীবনে বেন্থাম এবং পিতা জেমস মিলের অন্ধ সমর্থনে তাঁদের দর্শনকে সম্পুর্ন সমর্থন করেছিলেন। তবে এই সমর্থন খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। স্ত্রী হ্যারিয়েট টেলর এর সংস্পর্শে আসার পর সম্পুর্ণ স্বাধীন ভাবে ও নতুন দৃষ্টিকোণে হিতবাদকে দেখতে শুরু করেন এবং সংশোধিত রুপে হিতবাদকে তুলে ধরেন তাঁর 'উটিলিটারিয়ানিজম' (Utiliterianism-1863) নামক গ্রন্থে। মিল বেন্থামের তত্ত্বকে সংশোধন করলেও তাকে একেবারে বাদ দেননি। তিনি বেন্থামের 'ভোগসুখ তত্ত্ব' (Hedonism) -কে সমর্থন করেছেন। এমনকি তাঁর 'উটিলিটারিয়ানিজম' গ্রন্থটি শুরুই করেছেন এই 'ভোগসুখ' তত্ত্বকে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। যেখানে তিনিও বেন্থামের মতো বলেছেন মানুষের জীবনের সবথেকে গুরুত্বপুর্ন লক্ষ হলো সর্বোচ্চ সুখ বা আনন্দ (Pleasure) লাভ এবং দুঃখ (Pain) থেকে মুক্তি। তাই মানুষকে স্থায়ী ও মহত্তর সুখ দিতে পারে এবং দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে পারে এমন সকল বস্তু বা কাজই কাম্য। কারণ সেই সকল বস্তু বা কাজের মধ্যে সুখ নিহিত আছে অথবা তারা সুখ উৎপাদন বা দুঃখ বর্জনের মাধ্যম। প্রত্যেক মানুষের সর্বোচ্চ সুখ

DUMKAL COLLEGE

লাভের মধ্য দিয়ে সামাজিক মঙ্গল সাধিত হয় এবং তা-ই হলো যাবতীয় নৈতিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ।

হিতবাদের পুনর্বিবেচনা (Revision of Utiliterianism): আমরা আলচনা করেছি যে, বেন্থামের হিতবাদকে মিল সংশোধন করে গ্রহণ করেছেন। মিল বেন্থামের তত্ত্বের যে সমস্ত জায়গা গুলো সংশোধন করেছেন সেগুলো বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলো লক্ষ করা যায় অথবা বলা যায় বেন্থাম ও জেমস মিলের হিতবাদের সঙ্গে জে এস মিল এর হিতবাদের নিম্নলিখিত পার্থক্য গুলো লক্ষ করা জয়।

১। সুখের গুনগত মানঃ বেন্থামের হিতবাদী তত্ত্বের কোনও নৈতিক ভিত্তি নেই। তিনি আনন্দের কোনোরূপ শ্রেনিবিভাজনও করেননি এমনকি সকল খেত্র থেকে প্রাপ্ত আনন্দ বা সুখকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে সুখ বা আনন্দের কেবলমাত্র পরিমাণগত (Quantity) দিকদিয়ে পার্থক্য থাকে অন্যকোন দিকদিয়ে নয়। তাঁর কোথায় "Pushpin was as good as poetry" অর্থাৎ তাঁর কাছে পুশ-পিন নিয়ে খেলা করা আর কবিতা পাঠ করা দুটোই সমান আনন্দের, যদি উভয়ের থেকে আনন্দ পাওয়া যায়।

তবে মিলের মতে আনন্দ(Pleasure) পরিমাণগত দিক দিয়ে পার্থক্য বহন করার পাশাপাশি গুনগত দিক দিয়েও পার্থক্য বহন করে থাকে।উতকর্ষের বিচারে উন্নততর না হলে কেবল পরিমানের দিক দিকে বেশি এমন আনন্দের কোন মূল্য নেই। এক্ষেত্রে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি হল এমন- "It is better to be human being dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool or the pig is of a different opinion it is because they only know their won side of the question. The other party to the comparison knows both sides." অর্থাৎ সন্তুষ্ট শুয়োর অপেক্ষা অসন্তুষ্ট মানুষ হওয়া অনেক ভালো, সন্তুষ্ট মুর্খ অপেক্ষা অসন্তুষ্ট সক্রেটিস হওয়া আরও ভালো । কারণ, মুর্খ মানুষ হোক বা শূকর তারা নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকে, অন্যের সম্পর্কে তারা ভাবতে পারে না, সেখানে দ্বিতীয় পক্ষ উভয় পক্ষের স্বার্থ সম্বন্ধে স্বজাগ থাকে। সুতরাং মিলের মতে আনন্দ গুনগত দিক দিয়েও ভিন্ন এবং আমরা নিম্নমানের আনন্দের তুলনায় উন্নত মানের আনন্দকেই বেশী পছন্দ করবো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২। সুখতত্ব সংক্রান্ত পার্থক্যঃ আমরা পুর্বে আলচনা করেছি জে বেন্থামের সুখতত্বকে গ্রহণ করেছেন মিল । তবে এখেত্রেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বেন্থামের মতে একমাত্র আনন্দ বা সুখ লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ কাজ করে এবং তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের আনন্দ আসে ভিতর থেকে, বাইরে থেকে নয়।

জে এস মিল তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে বলেছেন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত আনন্দ তাকে সর্বোচ্চ সুখ দিতে পারে না । পক্ষান্তরে সমষ্টিবাচক আনন্দ(Collective pleasure) ব্যক্তিকে চরম ও সর্বোচ্চ সুখ ও আনন্দ দান করতে পারে এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আনন্দ ভিতর থেকে নয়, আসে বাইরে থেকে("Pleasure comes from outside and not from within")। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

DUMKA COLLEGE

৩। নৈতিকতাঃ নৈতিকতার দিক থেকেও বেন্থাম ও জেমস মিলের সঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিলের মতপার্থক্য রয়েছে। বেন্থাম তাঁর তত্ত্বে নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেননি এবং কোন আইন তার উপযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে মনে করেছেন। তিনি অভিজ্ঞতা ও যুক্তির ভিত্তিতে আইন পরিচালিত হয় টিকে থাকে বলে মনে করেছেন।

অন্যদিকে মিলের মতে উপযোগিতার ভিত্তি হলো নৈতিকতা । তিনি বেন্থামের মতো সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর আস্থা রাক্তে চাননি আবার তাকে একেবারে অস্বীকারও করেননি। মিল মনে করেন মানুষের নৈতিকতাবোধ সক্রিয়ভাবে কাজ করে এবং রাস্ট্র ও সমাজ হল নৈতিক উদ্দেশ্য -সমন্বিত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের লক্ষ হল ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষসাধন এবং নীতিজ্ঞান সম্পন্ন নাগরিককে নিয়েই নৈতিক সমাজ গড়ে তোলা। অধ্যাপক মাক্সের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ন- "Bentham's principles of utility in a society of wolves would exalt wolfishness; in a society of saints it would exalt saintliness. Mill was determined that saintliness should be the criterion in any society whatsoever." অর্থাৎ বেন্থামের উপযোগবাদ নেকড়ের সমাজে নেকড়ের প্রকৃতি এবং সাধুর সমাজে সাধুর প্রকৃতি প্রকাশ করে। তবে মিলের কাছে যে-কোনো সমাজেই উপযোগিতার লক্ষণ হলো সাধুর প্রকৃতি।

৪। মানবতাবাদঃ বেন্থামের হিতবাদ ও জে এস মিলের হিতবাদ মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও একে অন্যের থেকে পৃথক। বেন্থামের মতে মানুষের সকল ক্রিয়াকলাপের মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত সুখ অন্বেষণ, এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তি নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের সুখ অর্জনে ব্যস্ত থাকে।

অন্যদিকে মিল বেন্থামের 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুখ' – এই নীতিকে মেনে নিলেও সুখ বলতে সামাজিক সুখকেই বুঝিয়েছেন। তিনি বেন্থামের মতো ব্যক্তিকে পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক ও অহংবাদী বলে মনে করেননি । কারণ সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ আত্ম-সুখের পাশাপাশি প্রতিবেশীর সুবিধা -অসুবিধাকে খেয়ালে রেখে কল্যাণমূলক এক সামাজিক রাষ্ট্র গড়ে তোলে।

৫। স্বাধিনতাঃ স্বাধীনতা প্রসঙ্গেও উভয়ের উপযোগিতার পার্থক্য রয়েছে। বেন্থামের মতে স্বাধীনতা কখনোই সর্বজন ব্যক্তিকে সর্বাধিক সুখ প্রদান করতে পারে না । তাই তিনি স্বাধীনতার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি। বরং স্বাধীনতা অপেক্ষা নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

অন্যদিকে জে এস মিল উপযোগিতা অপেক্ষা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশেষ করে ব্যক্তির আত্ম-সম্পর্কিত কাজের(Self-regarding sphere) ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে দূরে রাখতে চেয়েছেন, যতক্ষণ না একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা বা কাজ অন্যকোনো ব্যক্তির কাজে বা স্বাধীনতায় বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ততোক্ষণ রাষ্ট্র সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তিনি হিতবাদী নীতি রুপায়ন ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে অপরিহার্য বলে মনে করেছেন এবং সমাজে স্বাধীনতার অধিকার দেওয়াকে সংখ্যালঘুর অধিকার ভোগের প্রাথমিক শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

৬। গণতন্ত্রঃ বেন্থাম ও মিলের হিতবাদের আরেকটি গুরুত্বপুর্ন পার্থক্য হলো গণতন্ত্র প্রসঙ্গে তাঁদের মতপার্থক্য। বেন্থামের মতে প্রকৃতিগত ভাবে মানুষ স্বার্থপর হওয়ায় গণতন্ত্র ছাড়া যেকোনো সরকার

DUMKAL COLLEGE

স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। তিনি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে ব্যক্তির আনন্দ বা সুখের রক্ষক হিসেবে মনে করেছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্র হলো সরকারের সর্বোত্তম রূপ, কারণ এটি সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বোত্তম সুখ প্রদান করবে।

অন্যদিকে মিল বেন্থামের গণতন্ত্র হলো সরকারের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ এই ধারণাকে স্বীকার করেননি। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন এই ধরনের কোন পরম মান নির্ধারন করা যায় না। কারণ সকল মানুষ গণতন্ত্রের জন্য যোগ্য হতে পারেনা। বর্বর এবং অনার্যোচিত মানুষদের জন্য গণতন্ত্র অপেক্ষা স্বৈরতন্ত্র বেশি উপযোগী বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন একটি সমাজে তখনই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত হবে যখন সেই সমাজের মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় গুনাবলি(গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার মানসিকতা, নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, গনতন্ত্রকে সাফল্ করার ইচ্ছা ও সামর্থ)-র উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে। অন্যথায় স্বৈরাচার হবে তাদের জন্য উপযুক্ত।

৭। ব্যক্তির চরিত্রঃ ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণের খেত্রেও বেন্থাম ও মিলের মধ্যে মতোপার্থক্য লক্ষ করা যায়। বেন্থাম ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বার্থপর একক হিসেবে মনে করেছেন। কিন্তু মিল ব্যক্তিকে প্রবল সামাজিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন, সহানুভূতিশীল ও অনুভুতিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে মনে করেছেন।

DUMKAL COLLEGE